তারিখ ... 10 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ২ ...

কালের কণ্ঠ

প্যানেলভুক্ত সব প্রার্থীই নিয়োগ পাচ্ছেন

ডিপিইর নতুন নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷ রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত সব প্রার্থীকেই নিয়োগ দিতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। সদ্য জাতীয়কৃত বিদ্যালয়ের শূন্য পদ ছাড়াও নতুন সৃষ্ট পদে তাঁদের নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তায় পড়ে থাকা প্যানেলভুক্ত প্রার্থীরা প্রায় সবাই নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন।

হাইকোর্টের নির্দেশে গত ৬ জুন সদ্য জাতীয়কৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদে প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়ে আদেশ জারি করেছিল ডিপিই। আগামী ১৫ জুনের মধ্যে প্যানেলভুক্তদের উপজেলা/থানা মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগপত্র ইস্যু করে তাঁদের পদায়নকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান নিশ্চিত করতে বলা হয়। কেবল সদ্য জাতীয়কৃত বিদ্যালয়ের

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ৪

প্যানেলভুক্ত সব প্রার্থীই নিয়োগ —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশনা দেওয়ার ফলে প্যানেলভুক্ত সব শিক্ষক নিয়োগ পাবেন কি না তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দেয়। আদালতের নির্দেশনা অনুসারে প্যানেলভুক্ত সব শিক্ষককে নিয়োগ দিতে গত বুধবার একজন আইনজীবী আইনি নোটিশও পাঠান। এরপর শূন্যপদের বাইরেও অন্য পদগুলোতে প্যানেল শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে গতকাল বৃহস্পতিবার নতুন আদেশ জারি করেছে ডিপিই।

বেসরকারি অবস্থায় থাকা চার শিক্ষকবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারীকরণের পর একটি করে শিক্ষক পদ বাড়ানো হয়েছে। এই নতুন সৃষ্ট পদেও প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে। পঞ্চম পদের বিষয়টি ৬ জুনের নির্দেশনায় স্পষ্ট না করায় জেলা কর্মকর্তারা এটির হিসাব না করেই শূন্যপদের তালিকা করায় পদসংকট দেখা দেয়।

ডিপিইর নতুন আদেশে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৩ সালের আদেশ অনুযায়ী জাতীয়করণকৃত ২২ হাজার ৯২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে একটি করে প্রধান শিক্ষক ও চারটি সহকারী শিক্ষকের পদ রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে। সৃজিত পদে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া যাবে।'

এই নির্দেশনার ফলে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের প্রায় সবাই নিয়োগ পাবেন বলে জানিয়েছেন ডিপিইর মহাপরিচালক মো. আলমগীর।

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরাও স্বাগত জানিয়েছেন। এর ফলে প্রায় পাঁচ বছর ঝুলে থাকার পর তাঁরা সবাই চাকরি পাবেন বলে আশা করছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্য ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ৪২ হাজার ৬১১ জনের প্যানেল তৈরি করে সরকার উত্তীর্ণদের পাঁচ বছরের মধ্যে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলে। প্রথম ধাপে ১৪ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে সরকার দেশের সব রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়। ফলে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হন। এরপর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য নতুন করে নিয়োগ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির পর প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা বিষয়টি আদালতে চ্যালেঞ্জ করলে তা বন্ধ হয়ে যায়। আইনি লড়াইয়ে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা জিতে যাওয়ার পর সরকার তাঁদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।